
আমিন সফদর উকাড়ভী রহ.
মাযহাব বিরোধী অপপ্রচারের জবাব
অনুবাদ
মাওলানা ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

iDEA

Islamic Da'wah and Education Academy

Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors.

প্রকাশনায়: **ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি (iDEA)**

প্রকাশক: ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

যোগাযোগ:

০১৭৭৬৫৬৪৮১৭ (লেখক),

০১৯২০৯৬১৬৩৪

ই-মেইল:islamicdawahandedu@gmail.com

Islamic Da'wah and Education Academy

Islamic Da’wah and Education Academy (iDEA)

এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য

দশম হিজরী যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ। আরাফার ময়দান। রাসূল স. এর জীবনের সর্বপ্রথম ও সবর্শেষ হজ্ব। বিদায় হজ্ব। রাসূল স. সাহাবীদেরকে সামনে রেখে দাঁড়িয়েছেন। প্রায় সোয়া লক্ষ্য সাহাবী। দীঘর্ ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। আজ তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ভাষায় নসীহত করছেন। জীবনের পদে পদে হাজারও বাঁধার মুখোমুখি হয়েও নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে সামান্য ত্রুটি করেননি।

আজ সেই নবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপূর্ণতায় উদ্ভাসিত। তিনি অচিরেই ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু তাঁর নবুওয়াত শেষ হবে না। ইসলামের সমাপ্তি ঘটবে না। বিদায় হজ্বের সেই আবেগঘণ মুহূর্তে উম্মতকে তিনি একটি বিশাল দায়িত্ব দিলেন। আল্লাহর বাণী পোঁছে দেয়ার দায়িত্ব। ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব। উম্মী নবীর নবুওয়াতের আলোয় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করার দায়িত্ব।

সময়ের পরিবর্তনে চৌদ্দ শ' বছর পরে আজ সেই দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে রাসূল স. এর দেয়া এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। মুসলিম জাতি আজ অসচেতনতার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ইলমী-আমলী পশ্চাৎপদতা তাঁদের রগ-শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। দীনের ব্যাপারে মুসলমানদের অনাগ্রহ ও উদীসনতা দূর করে তাদের মাঝে বিশুদ্ধ ইসলামী চেতনা জাগরুক রাখা রাসূল স.এর দেয়া দায়িত্বের অন্যতম। ঈমান-আমলের প্রতি সচেতনতা বৃধ্দির পাশাপাশি মুসলমানদের মাঝে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য।

নিজ নিজ অবস্থানে থেকে প্রত্যেক মুসলমানই যেন ফরজ পরিমাণ ইলম অর্জন করতে পারে সেটার ব্যবস্থা করাই হলো ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য।

সুতরাং আমাদের মৌলিক কর্তব্য দু'টি:

১. মুসলিম উম্মাহকে দীনের ব্যাপারে সচেতন করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে ব্যাপক দাওয়াতী কাজে অংশ নেয়া।

২. তাদের এই সচেতনতা ও উদ্দীপনা উপজীব্য করে প্রয়োজনীয় ইলম শিখার ব্যবস্থা করা।

এই দু'টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে শুরু হয়েছে

Islamic Da'wah and Education Academy (iDEA)

এর পথচলা।

একজন উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। তিনি আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ অর্জনের জন্য ফকীহগণের স্মরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[1] শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য রাসূল স. এর আনুগত্যের পাশাপাশি মুজতাহিদগণের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[2] অসংখ্য দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীজী স. এর উপর, ফিকহকে কল্যাণকর ও ফকীহগণকে উত্তম বলেছেন।[3] তিনি মুজতাহিদগণের সঠিক সিদ্ধান্তের উপর দু'টি সওয়াব এবং ভুলের উপরও একটি সওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, একজন ফকীহ শয়তানের উপর এক হাজার ইবাদতকারী থেকে কঠিন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, রাসূল স. এর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরাম রা. এর উপর, যারা জীবন, সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের জন্য নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বের বুকে ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সাহাবীদের মাঝে মাত্র দু'টি শ্রেণি ছিলো। কিছু মুজতাহিদ ও অবশিষ্ট সবাই তাদের মুকাল্লিদ(অনুসারী)।[4] এমন একজন সাহাবীও পাওয়া যাবে না, যিনি নিজে মুজতাহিদ ছিলেন না, আবার অন্য কোন সাহাবীর তাকলীদ বা অনুসরণ করেননি। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের উপর বিশেষভাবে চার ইমামের উপর, যাদের সঙ্কলন ও বিশ্লেষণের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকলের জন্য রাসূল স. এর সুন্নত অনুসরণ অনেক সহজ হয়েছে।

---

[1] সূরা তওবা, আয়াত নং ১২২।

[2] সূরা নিসা, আয়াত নং ৮৩।

[3] বোখারী ও মুসলিম। বোখারী হাদীস নং ৭১। কিতাবুল ইলম।

[4] মিয়ারুল হক্ব। আহলে হাদীস আলেম মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবী কৃত।

হামদ ও সালাতের পর,

দুনিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণির লোকের বসবাস। কিছু লোককে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের খেদমতের জন্য মনোনিত করেছ্নে। তারা রাত-দিন শিক্ষাদান, ওয়াজ. তাবলীগ, বই-পুস্তক রচনা এবং আত্মশুদ্ধির মেহনতের মাধ্যমে নিজেকে দ্বীনের কাজে মগ্ন রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেঁরকে দ্বীনের খেদমতে অটল-অবিচল রাখুন। সব ধরনের ফেতনা-ফাসাদ থেকে হেফাজত করুন। আরেক শ্রেণির লোক রয়েছে, যারা কেবল সহজ-সরল মুসলমানদের অন্তরে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করাকেই উত্তম কাজ মনে করে। সাধারণ মুসলমানের অন্তরে এধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদেরকে বিপথগামী করা কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে নিরুৎসাহী করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এধরনের এক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি এক শ্বাসে নিজের পরিচয় দিলেন, আমি আরবী ভাষায় এম.এ, ইসলামিক স্টাডিজে এম.এ, আমার এল.এল.বির সার্টিফিকেট আছে। পাশাপাশি আমি ইসলাম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছি। এ বিষয়ে আমার ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে।

আমি একজন আহলে হাদীস:

লোকটা তার পরিচয়ে এও বললো যে, সে একজন আহলে হাদীস।

আমি বললাম, কিছুক্ষণ আগে আপনার এক বড় ভাই উঠে গেলেন, তিনি বলছিলেন যে, আমি আহলে কুরআন।

উকিল সাহেব বললেন, ইসলামী পরিভাষায় আহলে কুরআন বলতে কুরআনের হাফেজ বোঝায়। কুরআনের হাফেজদের মর্যাদার ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ইংরেজদের সময়ে আহলে কুরআন নামটি হাদীস অস্বীকারকারীদের

সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। এরা হলো একটা পথভ্রষ্ট ফেরকা। এই পবিত্র নাম গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। কখনও তারা বলে থাকে, যখন কুরআন সত্য, তখন আহলে কুরআনও সত্য। কখনও বলে, যখন থেকে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তখন থেকেই আহলে কুরআন রয়েছে। সব সাহাবী আহলে কুরআন ছিলেন। কখনও কুরআনের হাফেজদের সম্পর্কে বর্ণিত ফযীলত নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করছে।

আমি বললাম, একইভাবে ইসলামী পরিভাষায় মুহাদ্দিসগণকে আহলে হাদীস বলা হতো। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সনদ বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। কিন্তু ইংরেজদের সময় থেকে ইসলামী ফিকহ অস্বীকারকারীদেরকে আহলে হাদীস বলা হয়। তারাও সাধারণ মানুষকে এভাবে ধোঁকা দিচ্ছে যে, যখন থেকে হাদীস, তখন থেকেই আহলে হাদীস রয়েছে। সমস্ত সাহাবা আহলে হাদীস তথা ফেকাহ অস্বীকারকারী ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। কখনও মুহাদ্দিসগণের ফযীলত নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে। অথচ তাদের এই আচরণ সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যখন মুহাদ্দিস নন, একটা হাদীসেরও সনদ বিশ্লেষণ করেননি, আপনি কিভাবে নিজেকে আহলে হাদীস বলেন?

উকিল সাহেব বললেন, আমি শুধু কুরআন ও হাদীস মানি, ফেকাহ বা কোন উম্মতীর মতামত মানি না। এজন্য নিজেকে আহলে হাদীস বলি।

আমি তাকেঁ বললাম, প্রত্যেক মুসলমানের ঘরেই তো কুরআন থাকে। হাদীস কাকে বলে?

তিনি বললেন, রাসূল স. এর কথা, কাজ ও স্বীকৃতিকে[5] হাদীস বলে।

আমি তাকেঁ জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি হাদীসের যে সংজ্ঞাটা বর্ণনা করলেন, এটি কুরআনের কোন আয়াতের অনুবাদ?

তিনি বললেন, কোন আয়াতের অনুবাদ নয়।

আমি বললাম, কোন হাদীসের অনুবাদ?

তিনি বললেন, কোন হাদীসেরও অনুবাদ নয়।

আমি তাকেঁ জিজ্ঞাসা করলাম, এই সংজ্ঞাটা কুরআনেও নেই, হাদীসেও নেই। আপনি কোথায় পেলেন?

তিনি বললেন, রাসূল স. এর কোন উম্মত এই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছে। আমার স্মরণ নেই, রাসূল স. এর মৃত্যুর কতো শ' বছর পরে কে সর্বপ্রথম এই সংজ্ঞাটা প্রদান করেছে।

আমি বললাম, আপনার দাবী তো ছিলো, আমরা এজন্য আহলে হাদীস যে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর কথা ছাড়া অন্য কারও কথা মানি না। আপনি মূল হাদীসের সংজ্ঞাটাই কোন উম্মতীর কাছ থেকে চুরি করেছেন। তাহলে তো আপনি আহলে হাদীস রইলেন না? এ প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছে ছিলো না।

এরপর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনে সব আয়াতের মতো রাসূল স. এর সমস্ত হাদীস কি মুতাওয়াতির ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ?

---

[5] যে কাজ রাসূল স. এর সামনে করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উপর কোন আপত্তি করেননি তা-ই রাসূল স. এর স্বীকৃতি।

তিনি বললেন, না। সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতিরও নয়, আবার সহীহও নয়। অনেক যয়ীফ (দূর্বল) হাদীস রয়েছে। এমনকি অনেক জাল হাদীসও আছে।

আমি তাকেঁ বললাম, আপনি আমাকে শুধু একটা হাদীস লিখে দেন, যাকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল স. সহীহ বলেছেন। আরেকটি হাদীস লিখবেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা বা তাঁর রাসূল স. যয়ীফ বা জাল বলেছেন। উকিল সাহবে এমন একটা হাদীসও দেখাতে পারলেন না।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনারা কোন দলিলের ভিত্তিতে একটা হাদীসকে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, বা জাল বলে থাকেন?

তিনি উত্তর দিলেন, আমরা নিজেদের মতামত বা কোন মুহাদ্দিসের মতানুযায়ী হাদীসকে সহীহ-যয়ীফ বলে থাকি।

আমি তাকেঁ বললাম, তাহলে তো আপনারা আহলে রায়[6] অথবা আহলে রায় এর মুকাল্লিদ (অনুসারী) হলেন? কোনভাবেই তো আহলে হাদীস রইলেন না? আমার এই কথায় তিনি কিংকর্তব্যে বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের নিকট হাদীস সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার মানদন্ড কি?

আমি বললাম, যে হাদীসকে চারও ইমাম গ্রহণ করেছে এবং সবাই এর উপর ধারাবাহিকভাবে আমল করে আসছে আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা বলি, এই হাদীসকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. সহীহ বা যয়ীফ না বললেও এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে। সুতরাং এটি সহীহ হওয়ার

---

[6] আহলে রায় দ্বারা সাধারণত ফকীহদেরকে বোঝানো হয়। বিশেষভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতো। প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ইজতেহাদের মাধ্যমে মাসআলা প্রদানকারী ফকীহদেরকেই মূলত: আহলে রায় বলে।

ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যেসব মাসআলায় ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে, এগুলোর মাঝে যেসব হাদীসের উপর ইমামে আজম রহ. আমল করেছেন, এবং মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিকভাবে সমস্ত হানাফী এর উপর আমল করে আসছে, এহাদীসগুলোকেও আমরা সহীহ মনে করি। কেননা, আমাদের ইমাম বলেছেন, আমার মাযহাব সহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন মুজতাহিদ কোন একটা হাদীসের উপর আমল করা, হাদীসটি মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের নিকট সহীহ হওয়ার দলীল। একারণে আমরা বলি, কোন হাদীসকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. সহীহ বলেননি, সুতরাং যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর বক্তব্য পাওয়া যাবে না, সেখানে শরীয়ত মুজতাহিদকে ইজতেহাদ করার নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের ইমাম তাঁর ইজতেহাদ অনুযায়ী উক্ত হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর ইজতেহাদ যদি সঠিক হয়, তবে তিনি দু'টি সওয়াবের অধিকারী হবেন, আর যদি ভুল হয়, তবে একটি সওয়াবের অধিকারী হবেন। তবে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত ইজতেহাদের উপর আমল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আমাদের ইমামের এই ইজতেহাদের বিপরীতে কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর কোন বক্তব্য পেশ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. উক্ত হাদীসকে সহীহ অথবা যয়ীফ বলেছেন, তাহলে আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের বক্তব্য অনুসরণ করবো। কিন্তু উত্তম তিন যুগের একজন বিশিষ্ট ইমামের ইজতেহাদের বিপরীতে তার পরবর্তী কারও বক্তব্য যদি পেশ করা হয়, তবে আমরা তার বক্তব্য গ্রহণ করে ইমামের বক্তব্য ছেড়ে দেই না। আমাদের হাদীস গ্রহণের এই পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হলে আপনি কুরআন ও হাদীস থেকে তা প্রমাণ করুন। আমরা আন্তরিকভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো।

আপনারা নিজেদের মতানুযায়ী কোন হাদীসকে সহীহ অথবা যয়ীফ বলে থাকেন। সুতরাং আপনাদের এই পদ্ধতির কোন দলিল নেই। কেননা, আপনাদের

নিকটে তো কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল স. এর বক্তব্য দলিল। নিশ্চিতভাবে আপনি খোদাও নন, বা তাঁর রাসূলও নন। আর মুজতাহিদ নয় এমন তৃতীয় যে ব্যক্তির কথার উপর ভিত্তি করে আপনি হাদীসকে সহীহ ও যয়ীফ বলবেন, সেও খোদা বা রাসূল নয়। সুতরাং আপনারা কোন হাদীসকে সহীহ ও বলতে পারেন না, কোন হাদীসকে যয়ীফও বলতে পারেন না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট আপনার এই পদ্ধতির কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই। কেননা, আমরা আপনাকে খোদা, রাসূল, ইজমা বা মুজতাহিদ কোনটাই মনে করি না। আপনি নিজেই ফয়সালা করুন। আপনি যে আমাদেরকে বাধ্য করছেন যে, আমাদের তাহকীক মেনে নিন, তাহলে কি আপনারা নিজেদেরকে খোদা বা রাসূল মনে করেন? আপনারা মৌখিকভাবে স্পষ্ট করে তো বলেন না যে, আপনারা খোদা বা রাসূল, কিন্তু যখন ইজমা ও মুজতাহিদের বক্তব্যের বিপরীতে আপনাদের কোন বক্তব্য আমরা না মানি তখন আপনারা জোরে-শোরে প্রচার করে থাকেন, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা মানেনি। আপনি নিজেই চিন্তা করুন, আপনার এই চিন্তা কতোটা ভয়ঙ্কর।

আমার এই কথা শুনে একেবারে চুপসে গেলেন। একটা কথাও বললেন না।

পুনরায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে তিনভাবে ভাগ করেছেন।

১. **মারফু:** যে হাদীসে সরাসরি রাসূল স. এর কথা, কাজ বা স্বীকৃতি থাকে।

২. **মাউকুফ:** যে হাদীসে কোন সাহাবীর কাজ, কথা বা স্বীকৃতি থাকে।

৩. **মাকতু:** যে হাদীসে কোন তাবেয়ীর কথা, কাজ বা স্বীকৃতি থাকে।

আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত আমাদের মুজতাহিদ ইমামের পথনির্দেশনা অনুযায়ী এই তিন প্রকারের হাদীসকেই মেনে থাকি। আপনারাও হাদীসের এই তিন প্রকারকে মানেন? তিনি বললেন, কখনও না। আমরা শুধু প্রথম প্রকার হাদীস মানি।

আমি তাকে বললাম, আপনি কি কোন আয়াত বা হাদীস দেখাতে প্‌রবেন যে, যারা তিনপ্রকার হাদীসকেই মানে তাদেরকে আহলে রায় আর যারা দুই তৃতীয়াংশ হাদীসকে অস্বীকার করে তাদেরকে আহলে হাদীস বলা উচিৎ?

তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনি কথায় কথায় আয়াত বা হাদীস চান কেন?

আমি বললাম, এজন্য যে আপনি শুরুতে দাবী করেছেন যে, আপনারা শুধু কুরআন ও হাদীস মানেন। এখন আপনি প্রচন্ডভাবে অনুভব করছেন যে, আপনার ভাই আহলে কুরআন পুরোপুরি তার দাবী প্রমাণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে, সে প্রত্যেক মাসআলা সুস্পষ্টভাবে কুরআন থেকে প্রমাণ করবে। একইভাবে আপনিও পুরোপুরি আপনার এই দাবীর উপর অটল থাকতে পারবেন না যে, আপনি প্রত্যেকটা মাসআলা স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ করবেন।

এরপর আমি তাকে বললাম, মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসকে দশভাগে বিভক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মুরসাল হাদীস ও কিছু কিছু মুদাল্লিসের আন আন সূত্রে বর্ণিত হাদীসকেও সহীহ হাদীসের অন্তর্ভূক্ত করা হযেছে। আমরা পুরো দশ প্রকার সহীহ হাদীসকে মেনে থাকি এবং আমাদের ইমামের নির্দেশনা অনুযায়ী এর উপর আমলও করে থাকি। আপনারাও কি দশ প্রকার হাদীসকে সহীহ মেনে তার উপর আমল করেন?

তিনি বললেন, আমরা এই দশ প্রকারের মাঝে শুধু পাঁচ প্রকার মেনে থাকি। অবশিষ্ট পাঁচ প্রকারকে দূর্বল বা জাল বলে বাদ দিয়ে থাকি।

আমি বললাম, আপনি আমাকে একটা আয়াত বা হাদীস দেখান যেখানে বলা আছে, যারা পুরোপুরি দশ প্রকারের সহীহ হাদীসকে মানে তাদেরকে আহলে রায়, আর দশ প্রকার থেকে অর্ধেক পরিমাণ হাদীসকে অস্বীকার করে তাদেরকে আহলে হাদীস বলা উচিৎ?

অন্য একটি কৌশল:

আমি তাকেঁ বললাম, আপনাদের মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী এর হাকিকতুল ফিকহ নামে একটা বই আছে। সেখানে একটি শিরোনাম হলো, হাদীস শাস্ত্রে কুফাবাসীর অবস্থান। এই শিরোনামের নিচে সে লিখেছে, যদি কুফাবাসী এক হাজার হাদীসও বর্ণনা করে, তাহলে ৯৯৯ টা হাদীস ছুঁড়ে ফেলো, অবশিষ্ট একটা হাদীস সম্পর্কেও সন্দেহ করবে। নিশ্চিতভাবে সহীহ বিশ্বাস করবে না।

উকিল সাহেব দ্রুত বলে উঠলেন, কুফাবাসীর হাদীসের সাথে কী সম্পর্ক?

আমি বললাম, আসুন যাচাই করে নেই। আমি সিহাহ সিত্তা থেকে হাদীস বর্ণনা করবো, কোন হাদীসের বর্ণনায় যদি একজনও কুফার রাবী (বর্ণনাকারী) থাকে, তবে আপনি উক্ত হাদীসকে সিহাহ সিত্তা থেকে বের করে দিবেন। তিনি দ্রুত বলে উঠলেন, তাহলে সিহাহ সিত্তায় আর কী অবশিষ্ট থাকবে? এটা করলে তো সিহাহ সিত্তাই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমি বললাম, আপনাদের নিকট কি কোন আয়াত বা হাদীস আছে যেখানে বলা আছে, কুফাবাসীর বর্ণিত সমস্ত সহীহ হাদীস শুধু এজন্য ছুড়েঁ ফেলা হবে যে সেখানে কুফার রাবী (বর্ণনাকরী) রয়েছে। আর যে কুফাবাসীর বর্ণিত হাদীস ছুড়েঁ

ফেলে তাকে আহলে হাদীস বলা হবে এবং যে সমস্ত সহীহ হাদীস মানে, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কুফার হোক, কিংবা হিজাযের, তাকে আহলে রায় বলা হবে?

মাওলানা শব্দের তাহকীক:

উকিল সাহেব আমার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত বা হাদীস বলতে পারছিলো না। খুব পেরেশান হয়ে বসে ছিলেন। একেরপর এক সহীহ হাদীস অস্বীকারকারীদেরকেও আহলে হাদীস বলতে পারছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন, সুযোগমত এই আলোচনা রেখে অন্য কোন আলোচনা শুরু করতে। আমার মুখ থেকে মাওলানা শব্দ বের হওয়াই তিনি উচ্চু স্বরে বলতে লাগলেন, আপনি তওবা করুন। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে মাওলানা বলা শিরক ও কুফরী।

আমি বললাম, আপনাদের আহলে হাদীসদের লেখা কিতাব তাউযীহুল কালামে লেখা রযেছে, মাওলানা ইরশাদুল হক্ব আসারী। এতে আরও লেখা আছে, মাওলানা আযীয যুবাইদি। সালাতুর রাসূল কিতাবে লেখা আছে, মাওলানা সাদেক সিয়ালকুটী, মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গজনবী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাল, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সানী, মাওলানা নূর হোসাইন গারজাখী, মাওলানা আহমদ দীন লাখড়াভী, মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলভী, এসব কি শিরক? একটু চিন্তা-ভাবনা করে ফতোয়া দেয়া উচিৎ। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, আমি তাদেরকে মানি না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাদেরকে কী মানেন না? মুসলমান মনে করেন না?

তিনি বললেন, আমি তাদেরকে খোদা ও রাসূল মনে করি না।

আমি বললাম, আমি তাদেরকে খোদা ও রাসূল হিসেবে পেশ করিনি। এরা হলো আপনাদের আহলে হাদীস আলেম। আপনি কি তাদেরকে সবাইকে মুশরিক বলবেন? কারণ, তাদের নিকট মাওলানা বলা জায়েয।

উকিল সাহেব বললেন, তারা কি খোদা যে আমি তাদের কথা মানবো?

আমি তাকে বললাম, আপনি কি খোদা যে আপনি মাওলানা বলা শিরক বললেই আমরা তা মেনে নিবো?

সে বললো, আমি প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে মুশরিক মনে করি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে মাওলানা বলে।

আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, هو كل علي مولاه (সে তার মাওলা বা মণিবের বোঝা)[7] আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে গোলামের মনিবকে মাওলা বলেছেন। আপনার নিকট কি নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তায়ালাও মুশরিক?

রাসূল স. হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. কে বলেছেন, أنت أخونا و مولانا (তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বন্ধু)[৮] বরং তিনি গোলামদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাদের মনিবকে সাইয়্যিদি ও মাউলায়ী (আমার সরদার ও আমার মনিব) বলে।[৯] আপনার নিকট কি নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তায়ালা, রাসূল স. ও অন্য সবাই মুশরিক? উকিল সাহেব একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। এরপর, আমি মূল আলোচনায় ফিরে এলাম। আপনাদের নিকট হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের খুবই বিস্ময়কর কিছু নীতিমালা আছে। আহলে হাদীসদের শাইখুল কুল মিয়া নজীর

---

7 সূরা নং ১৬, আয়াত নং ৭৬।

৮ বোখারী শরীফ, খ.১, পৃ.৫২৮।

৯ তাহযীবুত তাহযীব, খ.২, পৃ.২৬৩। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৯, পৃ.২৬৬। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৪, পৃ. ৫৭৩।

হুসাইন এক জায়গায় লিখেছেন, প্রশংসাকারীরা ইমাম সাহেবের ফযীলত বর্ণনায় সহীহ সনদ ছাড়া যে ভিত্তিহীন ঘটনা বর্ণনা করেছে, উক্ত ঘটনাটি ইমাম সাহেব পর্যন্ত সহীহ, মুত্তাসিল ও মুসালসাল সনদে পৌঁছয় না।[10] একটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রমাণের জন্য আপনাদের শাইখুল কুল তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। অভঅঅবশ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার চেয়ে হাদীসের গুরুত্ব অনেক বেশি। হাদীসের উপর যদি এই তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে কী ফলাফল দাঁড়াবে লক্ষ্য করুন। প্রথম শর্ত হলো, বর্ণনাটি সহীহ হওয়া। এর দ্বারা সমস্ত হাসান হাদিস বাদ পড়েছে। দ্বিতীয় শর্ত দিয়েছেন, হাদীসটি মুত্তাসিল হওয়া, এর দ্বারা মুয়াল্লাক, মুকাত্তা, ও মুরসাল হাদীস বাদ পড়েছে। তিনি এই স্তরের সব হাদীস অস্বীকার করেছেন। তৃতীয় শর্ত উল্লেখ করেছেন, হাদীসটি মুসালসাল হওয়া অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় প্রত্যেক স্তরের রাবী উক্ত হাদীসের উপর আমল করা। যদি তাদের আমল না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত হাদীসের উপর আমল বৈধ নয়। এ শর্ত দেয়ার ফলে হাজারের মধ্যে একটা হাদীস পাওয়া যাবে না যা এই শর্তে উন্নীত হবে।

আমি বললাম, আপনাদের এই তিনটি শর্তের একটিও কি কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন? অথচ রাসূল স. বলেছেন, প্রত্যেক ঐ শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল।[11] সে কখনও এগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ করতে পারবে না।

আমি পুনরায় তাকে বললাম, আপনাদের মসজিদগুলোতে শাখাগত মাসআলা-মাসাইল নিয়ে বিভিন্ন ধরণের ইশতেহার লাগানো থাকে। প্রত্যেকটি ইশতেহারে লেখা থাকে, হাদীসটি সহীহ, সরীহ (দ্ব্যর্থহীন), মারফু, ও গাইরে মাজরুহ[12] হতে

---

[10] মিয়ারুল হক্ব। পৃ.১৯।

[11] বোখারী ও মুসলিম।

[12] সব ধরণের অভিযোগ ও ত্রুটিমুক্ত।

হবে। সহীহের এর শর্ত উল্লেখের কারণে হাসান হাদীস বাদ পড়েছে। সরীহ (স্পষ্ট অর্থবোধক) এর শর্তের কারণে দালালাতের অন্যান্য প্রকার অস্বীকার করা হয়েছে। দেখুন, কাদিয়ানীরাও একই শর্ত দিয়ে থাকে। তারা বলে, স্পষ্ট শব্দে দেখাও যে রাসূল স. এর পরে নতুন শরীয়ত নিয়ে নতুন কোন নবী আসবে না। দ্ব্যর্থহীন শব্দে প্রমাণ করো যে, হযরত ঈসা আ. কে জাসাদে উনসুরী তথা হুবহু মাটির দেহ নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এভাবে তারা খতমে নবুওয়াত ও আসমান থেকে হযরত ঈসা আ. এর অবতরণের মুতাওয়াতির হাদীসও অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, আমরা যে শব্দ চেয়েছি, আপনারা হুবহু সেই শব্দ দেখাতে পারেননি। আর নবীজী স. যেই শব্দে বলেছেন, তারা সে শব্দ মানে না। তারা দাবী করে, এশব্দগুলো সরীহ (দ্ব্যর্থহীন) নয়।

মারফু এর শর্ত দেয়ার কারণে সব ধরনের মাওকুফ ও মাকতু হাদীস বাদ পড়েছে। আপনারা একটা সহীহ, সরীহ, মারফু ও গাইরে মাজরুহ হাদীস দেখাতে পারবেন, যেখানে বলা আছে, হাদীস সহীহ হওয়ার পরও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত শর্তগুলো আবশ্যক? মোট কথা হলো, আপনারা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এমন শর্তারোপ করে থাকেন, যার কারণে শতকরা পচানব্বই ভাগ হাদীস অস্বীকার করা হয়।

মানসুখ (রহিত) হাদীস:

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, মানসুখ (রহিত) হাদীসের উপর আমল করা বৈধ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ و المنسوخ অর্থাৎ মুজতাহিদ নয় এমন কারও জন্য সরাসরি হাদীসের উপর আমল করা বৈধ নয়, কেননা, সে হাদীসের নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসুখ

(রহিত) সম্পর্কে অবগত নয়।[13] সুতরাং সাধারণ মানুষের জন্য ফকীহগণের দিক-নির্দেশনা ছাড়া হাদীসের উপর আমল করা বৈধ নয়। বরং সে ফকীহদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী নাসেখ হাদীসের উপর আমল করবে এবং মানসুখ (রহিত) হাদীস থেকে বেঁচে থাকবে। অথচ আপনাদের শাইখুল কুল মিয়া নজীর হুসাইন দেহলবীর বক্তব্য হলো, কেউ যদি তার সাধ্যমতো চেষ্টা করার পর কোন হাদীসের উপর আমল করে, তবে সর্বোচ্চ সে মানসুখ হাদীসের উপর আমল করবে। কিন্তু মানসুখ হওয়ার পর তার উপর আমল করার কারণে তার কোন গোনাহ হবে না এবং তার আমলও বাতিল হবে না।

দেখুন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধীতা করতে গিয়ে এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, মানসুখ হাদীসের উপরও আমলের অনুমতি দিয়েছে। একারণে তাদের পরিভাষায় মানসুখ হাদীসের উপর আমলকারীদেরকে আহলে হাদীস বলে, আর নাসেখ হাদীসের উপর আমলকারীদেরকে আহলে রায়।

আহলে হাদীসদের ফেকাহ:

উকিল সাহেব বললেন, আহলে হাদীসরা হঠকারিতা ও গোঁড়ামী করে না। আমি বললাম, আপনার জানা-শোনা খুবই অল্প ও সীমাবদ্ধ।

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর পাক হওয়া ফরজ। অথচ শুধু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধীতা ও হঠকারিতার কারণে আপনাদের বিশিষ্ট আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান এই বিশুদ্ধ মাসআলাটি অস্বীকার করেছে। সে লিখেছে, নাপাক অবস্থায় মুসল্লী নামায

[13] মিয়ারুল হক্ব, পৃ.৩৯। আল-বাহরুর রায়েক দ্রষ্টব্য।

আদায় করলে গোনাহ হবে, কিন্তু তার নামায বাতিল হবে না।[14] আপনি বলুন, এগুলো হঠকারিতা ছাড়া আর কী?

২. আমাদের নিকট নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কাপড় পাক হওয়া আবশ্যক। এখানেও শুধু বিরোধীতা ও হঠকারিতার কারণে তিনি লিখেছেন, কারও কাপড় নাপাক থাকলেও তার নামায বিশুদ্ধ হবে।[15]

৩. আমাদের নিকট নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নামাযের জায়গা পাক হওয়া আবশ্যক। অথচ শুধু গোঁড়ামী আর হঠকারিতার কারণে এটাকেও অস্বীকার করেছে। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছে, নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরি। তবে নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি শর্ত নয়।[16]

৪. নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের নিকট আরেকটি শর্ত হলো, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। নতুবা নামায হবে না। অথচ সীমাহীন জিদের বশবর্তী হয়ে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছে, নামায অবস্থায় কারও সতর খোলা থাকলে তার নামায হয়ে যাবে।[17]

৫. নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হলো, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া আবশ্যক। ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করলে নামায হবে না। অথচ আপনাদের আলেমরা লিখেছে, যদি আসরের সময় ফুটবল ম্যাচ থাকে, তবে যোহরের সময় আসরের নামায আদায় করে নিবে।[18]

---

14 বুদুরুল আহিল্যা, পৃ.৩৮

15 আরফুল জাদী, পৃ.২২।

16 আরফুল জাদী, পৃ.২১।

17 আরফুল জাদী, পৃ.২২।

18 ফতোয়ায়ে সানাইয়্যা, খ.১, পৃ.৬৩১।

৬. আমাদের নিকট কোন কাফেরের পিছে নামায আদায় করা বৈধ নয়। অথচ মাওলানা ওহিদুজ্জামান স্পষ্ট লিখেছে, যদি কাফেরের পিছে নামায আদায় করে, তবে পুনরায় নামায আদায়ের প্রয়োজন নেই।[19] আপনাদের শাইখুল ইসলাম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ফতোয়া দিয়েছেন, কাদিয়ানীদের পিছে নামায আদায় করা বৈধ। এমনকি তিনি নিজেও কাদিয়ানীদের পিছে নামায আদায় করতেন।[20] আপনাদের বিখ্যাত মোনাজের মাওলানা এনায়েতুল্লাহ আসারীও কাদিয়ানীদের পিছে নামায আদায় করতো।

ফেকাহের বিরোধীতা:

উকিল সাহেব বলতে লাগলেন, ফেকাহের বিরোধীতা এমন কি কুফুরী? বরং ফিকহের বিরোধীতা করা উচিৎ, লোক যেন ফেকাহের অনুসরণ ছেড়ে দেয়।

আমি বললাম, ফিকহী মাসআলা-মাসাইলের ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং ফিকহের বিরোধীতার অর্থ হলো কুরআন-সুন্নাহের বিরোধীতা করা। আপনারা ফেকাহের বিরোধীতার জিহাদ আপনাদের মসজিদে শুরু করুন। মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করুন, ভাই সব, আসরের সময় যেহেতু হকীর ম্যাচ আছে, এজন্য আসরের নামায পৌনে একটায় পড়ে নিবেন| নামাযের স্থানে পায়খানার প্রলেপ দিন। পেশাব দিয়ে অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধৌত করুন। কাপড়কে হায়েযের রক্তে রঙিন করুন। নামায পড়ার সময় লজ্জাস্থান খোলা রাখবেন। নামাযের ইমাম বানাবেন লালা আত্মা রামকে। এরপর, নামাযের আগে ও পরে শ্লোগান দিবেন, ফিকহের বিরোধীতা কুফুর

---

[19] নুযুলুল আবরার, খ.১, পৃ.১০১।

[20] ফয়সালায়ে মক্কা, পৃ.৩৬।

নয়। ফিকহের বিরোধীতায় এগিয়ে আসুন। দু’জাহানের নেকী হাসিল করুন। শ্লোগান দিন, মাসলাকে আহলে হাদীস, জিন্দাবাদ।

রাসূল স. এর বিরোধীতা:

লোকটি বলে উঠলো, আপনারা নবী কারীম স. এর কালেমা পড়েন, কিন্তু নবীজীর কথা মানেন না। বরং এর বিপরীতে আবু হানিফা রহ. এর কথা মানেন।

আমি বললাম, এজাতীয় কিছু কথা আপনাদের বড় ভাই আহলে কুরআনও বলে থাকে। তাদের বক্তব্য হলো, ‘তোমরা দাবী করো যে, তোমরা আল্লাহর বান্দা, কিন্তু আল্লাহর বিপরীতে তার বান্দা রাসূল স. এর কথা মানো। কুরআনের বিপরীতে হাদীসের অনুসরণই আহলে হাদীসদের কাজ। এরা খুঁজে খুঁজে সেসব হাদীসের উপর আমল করে, যেগুলো কুরআনের বিরোধী’।

আমি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি আমাদের উসুলে ফিকহের কিতাব থেকে মাত্র একটা উদ্ধৃতি প্রদান করুন, যেখানে লেখা আছে, নবীজী স. এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য মানা উচিৎ। অথবা এমন একটা উদাহরণ দিন, যেখানে কোন হানাফী আলেম বলেছে, নবীজী স. এর হুকুম তো এটা, কিন্তু আমি নবীজী স. এর হুকুমের বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য মানি। একটি উদ্ধৃতি দিন অথবা মিথ্যা থেকে ফিরে আসুন।

তিনি বললেন, দেখুন, নবীকারীম স. বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না, অথচ আপনারা উক্ত হাদীসটা মানেন না। এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর কথা মানেন।

আমি বললাম, এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব বক্তব্য। কোন হানাফী একথা লেখেনি যে, আমি নবীজী স. এর কথা মানি না। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্য মানি। আপনি যে কথা বললেন, কোন হানাফী আলেম থেকে এধরণের বক্তব্য উদ্ধৃত করুন। এবার, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শুনে রাখুন। আমরা রাসূল স. এর পূর্ণ হাদীস অনুসরণ করে থাকি, আর তথাকথিত আহলে হাদীসরা আংশিক হাদীস অনুসরণ করছে। এটা কতো বড় জুলুমের কথা, যারা পূর্ণ হাদীস অনুসরণ করে তাদেরকে আহলে রায় বলেন আর যারা আংশিক হাদীস অনুসরণ করছে, তারা দাবী করছে, আমরা আহলে হাদীস। রাসূল স. এর পূর্ণ হাদীস শুনুন। রাসূল স. বলেছেন, সূরা ফাতেহা ও কুরআনের কিছু অংশ পাঠ ব্যতীত নামায হয় না।

হাদীসটি

১. হযরত উবাদা রা. থেকে বর্ণিত। মুসলিম শরীফ, খ.১, পৃ.১৬৯। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, খ.২, পৃ.৯২। নাসায়ী, খ.১, পৃ.১৪৫। আবু দাউদ, খ.১, পৃ.১১৯।

২. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ, খ.১, পৃ.১১৮। মুসতাদরাকে হাকেম, খ.১, পৃ.২৩৯।

৩. হযরত আবু সাইদ রা. থেকে বর্ণিত। মুসনাদে আহমাদ, খ.৩, পৃ.১০৩। আবু দা্উদ, খ.১, পৃ.১১৮।

৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। ইবনে আদী, পৃ.১৩০।

৫. হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। ইমাম আবু নুয়া্ইম এটি বর্ণনা করেছেন। নাসবুর রায়া, খ.১, পৃ.৩২৫৪।

৬. হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.১, পৃ.৩৬।

৭. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আল-কামেল, খ.৪, পৃ.৩২।

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে সাতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা ও কুরআনের কিছু অংশ পাঠ না করবে, তার নামায হবে না। রাসূল স. এর থেকে সূরা ফাতিহা ছাড়া অতিরিক্ত ক্বেরাত পাঠের বিষয়টি মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। নামাযে ক্বেরাতের ক্ষেত্রে দু'টি বিধান মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, ১. সূরা ফাতিহা পাঠ। ২.সূরা ফাতিহা শেষে অতিরিক্ত কিছু কুরআন পাঠ। এই দু'টো বিষয় না থাকলে রাসূল স. তার সম্পর্কে বলেছেন, তার নামায হবে না। আমরা দু'টো বিষয়কে একই হুকুমের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করি। সূরা ফাতিহা পাঠ ও পরবর্তী কুরআনের কিছু অংশ পাঠ, উভয়টাকে আমরা ওয়াজিব বলে থাকি। একটু চিন্তা রাখুন, রাসূল স. এর হুকুমের বিরোধীতা কে করেছে, আহলে হাদীস না কি হানাফীরা?

দ্বিতীয় কথা হলো, রাসূল স. থেক যখন সূরা ফাতিহা ও পরবর্তী কুরআনের কিছু অংশ পাঠ ওয়াজিব প্রমাণিত হলো, সুতরাং নি:সন্দেহে বলা যায়, এই হাদীসের সাথ মুক্তাদীর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, মুক্তাদীর জন্য ফাতেহার পর কুরআনের কিছু অংশ পাঠ আহলে হাদীসদের নিকটও জায়েয নয় বরং হারাম। সুতরাং এই হাদীসের এর সাথে মুক্তাদীর কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও মুক্তাদীকে অন্তভূর্ক্ত করার কারণে আহলে হাদীসরা এই হাদীসকে অস্বীকার করেনি? এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, হানাফীরা রাসূল স. এর হাদীস পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে, আর আহলে হাদীসরা আংশিকভাবে অনুসরণ করে। সাথে সাথে গলাবাজী করে প্রচার করে থাকে, আমরা রাসূল স. এর হাদীস মেনেছি, আর হানাফীরা তাদের ইমামের কথা মেনেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মিথ্যা প্ররোচনা থেকে হেফাজত করুন।

মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ:

তিনি বললেন, আপনারা কিভাব বলে থাকেন, মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া নামায হয়ে যায়?

আমি বললাম, আপনিই বলুন, উল্লেখিত সাতটি হাদীসে আপনাদের নিকট মুক্তাদীও অন্তভূর্ক্ত, এক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে বলেন যে, মুক্তাদী সূরা ফাতিহার পর ক্বিরাত না পাঠ করলে নামায হয়ে যাবে?

পুনরায় আমি বললাম, আপনি আমাদের মাযহাব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নন। জুমার নামাযে শুধু খতীব জুমুয়া পড়ে, সবাই চুপ থাকে। এক্ষেত্রে কেউ বলে না যে, আমরা খুতবা ছাড়া জুমুয়ার নামায আদায় করেছি। বরং সবাই বলে যে, আমরা খুতবাসহ জুমুয়ার নামায পড়েছি। কেননা, খতীবের খুতবা দ্বারা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা বলে থাকি, ইমামের ক্বিরাত সব মুসল্লীদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং মুক্তাদীর নামাযও সূরা ফাতিহা ও অন্য ক্বিরাতসহ আদায় হয়েছে। হানাফীরা এই মাসআলা নিজেদের পক্ষ থেকে বলেনি, তারা এজন্য বলেছে যে, রাসূল স. বলেছেন, যারা ইমামের পিছনে নামায আদায় করছে, তাদের ক্ষেত্রে ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ঠ।

১.হাদীসটি হযরত জাবের রা থেকে বর্ণিত। মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ, পৃ.৯৫। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.১, পৃ.৩৭৭।

২. হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। দারে কুতনী, খ.১, পৃ.৩৩২।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ থেকে বর্ণিত। মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ, পৃ.৯৮।

৪. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। (কিতাবুল ক্বিরায়াহ)।

অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীন উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আপনারাও এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করুন যে, ইমামের ক্বিরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট নয়। এরপর, কোন হানাফী আলেমের কিতাব থেকে প্রমাণ করুন যে, তারা রাসূল স. এর উক্ত হাদীসের বিরোধীতা করে বলেছে, মুক্তাদীর নামায সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা ছাড়া হয়ে যায়। নতুবা মিথ্যা থেকে তওবা করুন।

তিনি বললেন, এই হাদীসটা কি সহীহ?

আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. উক্ত হাদীসকে সহীহও বলেননি, যয়ীফও বলেননি। আমাদের তিন ইমাম (ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.) এটি গ্রহণ করে এর উপর ফতোয়া দিয়েছেন। তবে আপনি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. থেকে উক্ত হাদীসকে যয়ীফ প্রমাণ করে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আমাদের তিন ইমামের বক্তব্য ছেড়ে দিবো। কিন্তু আপনারা যদি চান যে, আমরা আমাদের তিন ইমামের তাকলীদ ছেড়ে আপনাদের মতো অযোগ্য লোকের অনুসরণ করবো, রাসূল স. আমাদেরকে এধরনের কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূল স. বলেছেন, إذا و د األمرإلي غير أهله فانتظرالساعة অর্থাৎ যখন অযোগ্য লোকের হাতে বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে, তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করো।[21] দু:খের বিষয় হলো, আপনাদের মতো অযোগ্য লোকের অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে ইসলামের উপর আজ যেন ক্বিয়ামত নেমে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দ্বীনকে হেফাজত করুন।

---

[21] বোখারী ও মুসলিম।

মক্কা-মদীনার ইসলাম:

লোকটি খুবই পেরেশান হয়ে গেলেন। বিপদের মুহূর্তে মূল আলোচ্য বিষয় অন্য দিকে কথা ঘুরানোর ক্ষেত্রে এই ফেরকাটি উস্তাদ। তিনি বললেন, আমাদের দ্বীন মক্কা-মদীনার। আপনারা কুফার দ্বীন পালন করেন।

আমি বললাম, আপনাদের বড় ভাই আহলে কুরআনও একই কথা বলে। তারা বলে, আমাদের ইসলাম হলো মক্কা-মদীনার। কারণ, কুরআনের কিছু সূরা মক্কী (মক্কায় অবতীর্ণ), কিছু সূরা মাদানী (মদীনায় অবতীর্ণ)। কুরআনের বিপরীতে সিহাহ সিত্তার একটি কিতাব মক্কা-মদীনার কেউ লেখেনি। আপনাদের বিরুদ্ধে আহলে কুরআনদের যুক্তিটা বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে। আমি আরও বললাম, আপনারা তো বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ী মদীনার আলেম ইমাম মালেক রহ. এর লেখা হাদীসের কিতাবকেও সিহাহ সিত্তা থেকে বের করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের কুফার ইমাম উক্ত কিতাব ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। আপনি ইমাম মহাম্মাদ রহ. এর মুয়াত্তা দেখুন। বড় আশ্চর্যের বিষয়, যারা মদীনার ইসলাম বর্ণনা করে, তাদের দ্বীন মদীনার হয় না, অথচ যারা মদীনার কিতাবের কোন গুরুত্বই দেয় না, তাদের ইসলাম মক্কা-মদীনার হয়ে যায়।

মদীনাবাসীর বিরোধীতা:

আসুন দেখি, আপনাদের মদীনার ইসলামের কী অবস্থা।

১. আপনাদের নিকট শুধু পাগড়ির উপরও মাসেহ করা জায়েজ।[22] মদীনার ইমাম মালেক রহ. বলেন, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ জায়েয নয়।[23] এমনকি শুধু

[22] আর-রওজাতুন নাদিয়্যা, খ.১, পৃ.৩৯।
[23] মুয়াত্তায়ে মালেক, পৃ.২৩।

পাগড়ির উপর মাসেহ করলে নামায হবে না।[24] দেখুন, মদীনাবাসীরা আপনাদের ওযুও মানে না, আপনাদের নামাযকেও বিশুদ্ধ বলে না।

২. ইমাম মালেক রহ. তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করে লিখেছেন, একবার মাটিতে হাত লাগিয়ে মুখ মাসেহ করবে। দ্বিতীয়বার হাত লাগিয়ে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে।[25] আপনারা মদীনাবাসীর মাযহাব ছেড়ে বোখারার মাযহাব গ্রহণ করেছেন। আপনাদের নিকট হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা যথেষ্ট[26] এবং আএকবার মাটিতে হাত লাগিয়ে একই সঙ্গে মুখ ও হাত মাসেহ করতে হবে।[27]

৩. ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব হলো, নামাযে হাত ছেড়ে রাখবে। অথচ আপনাদের দাবী হলো, রাসূল স. সর্বদা **কাঁধ পর্যন্ত** হাত উঠিয়ে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কনুই ধরে **বুকের** উপর রাখেন। এই মাযহবটি কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।[28] মদীনাবসীর কারও আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়।

৪. আপনারা বলে থাকেন, উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট নামাযে মুসল্লী ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। অথচ ইমাম মালেক রহ. বলেন, উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়বে না।[29]

৫. ইমাম মালেক রহ. বলেন, মুক্তাদী আমীন আস্তে বলবে। ইমাম আমীন বলবে না। একাকী নামাযে আমীন বলার অনুমতি রয়েছে।[30] অথচ আপনাদের নিকট

---

24 আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ.১,পৃ.১৬।

25 মুয়াত্তা, পৃ.৪২।

26 বোখারী শরীফ, পৃ.৪৮।

27 বোখারী শরীফ, পৃ.৫০।

28 কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কেননা, বুকের উপর হাত বাধার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল। দ্বিতীয়ত: রাসূল স. এর যুগ থেকে একেবারে বুকের উপর হাত বাধার কোন প্রচলন নেই। বরং পুরুষরা নাভীর উপরে বা নাভীর নিচে হাত বাঁধবে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই দু'টি পদ্ধতিই আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

29 মুয়াত্তা, পৃ.৬৮।

ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে উচু আওয়াজে আমীন বলবে।[31] গুরাবায়ে আহলে হাদীসদের ইমাম মুফতী আব্দুস সাত্তার লিখেছে, যে অপরিণামদর্শী ও ফেতনাবাজ উচু আওয়াজে আমীন এর প্রতি বিরূপ মনোভাব রাখে এবং যারা উচু আওয়াজে আমীন বলে, তাদের প্রতি হিংসা রাখে, সে নি:সন্দেহে একজন ইহুদী।[32]

৬. ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব হলো, মহিলারা নামাযে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়াবে। রান ও বাহু মিলিয়ে রাখবে। সুতরাং মহিলারা রুকু ও সিজদায় খুবই সঙ্কুচিত হয়ে নামায আদায় করবে।[33] অথচ আপনাদের বক্তব্য হলো মহিলা-পুরুষের নামাযে কোন পার্থক্য নেই।[34] এরপরও কোন মুখে দাবী করেন যে, আমাদের ইসললাম মক্কা-মদীনার?

৭. মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, পৃ.৭ ও পৃ.১৪৯ আছে, যে ব্যক্তি জামাতের নামাযে ইমামের সঙ্গে রুকুতে শরীক হবে সে ঐ রাকাত পাবে। অথচ আপনারা বলেন, সে রাকাত পাবে না।[35]

৮. ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব হলো, ইমাম ফজরের নামায শুরু করলে আগন্তুক বিতর নামায পড়তে পারবে।[36] অথচ আহলে-হাদীসরা মদীনাবাসীর এই মাসআলাকে ভুল বলে থাকে।[37]

৯. ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযে হাত উঠানোর বিষয়ট দূর্বল। তিনি আরও বলেন, আমি নামাযে রফয়ে ইয়াদ্ইন করে এমন

---

30 আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা খ.১, পৃ.৭১।
31 দস্তুরুল মুত্তাকী, পৃ.১১১।
32 ফতোয়ায়ে আমীন বিল জেহের, পৃ.৩৪।
33 আর-রিসালা, নাসবুল উমুদ পৃ.৫০ দ্রষ্টব্য।
34 দস্তুরুল মুফতী, পৃ.১৫১। সালাতুর রাসূল, পৃ.১৯০।
35 আরফুল জাদী, পৃ.২৬। নুযুলুল আবরার, খ.১, পৃ.১৩৩।
36 মুয়াত্তা, পৃ.১১১।
37 সালাতুর রাসূল, পৃ.৩৫১।

কাউকে চিনি না।[38] অথচ আহলে হাদীসরা এই মাসআলায় কী পরিমাণ চ্যালেঞ্জবাজী করে থাকে, তা কারও অজানা নয়।

১০. ইমাম মালেক রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম বলেন, জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীরে হাত উঠানো বৈধ নয়।[39] অথচ আপনাদের মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, জানাযার নামাযে প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠানো মুস্তাহাব।[40]

১১. ইমাম মালেক রহ. বলেন, জানাযার নামাযে কুরআন পাঠের কোন রীতি আমাদের শহরে নেই। জানাযার নামায শুধু দোয়া। আমার শহরের আলেমগণকে এ মতের উপরই পেয়েছি।[41] অথচ আহলে হাদীসদের বক্তব্য হলো, ইমাম অথবা মুক্তাদী যদি জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়ে, তবে নাময বাতিল হয়ে যাবে।[42]

১২. জানাযার নামায অনুচ্চ স্বরে কিরাত পাঠের সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই।[43] অথচ সমগ্র মুসলিম উম্মাহের বিরোধীতা করে আহলে হাদীসরা বলে জানাযার নামাযে উচ্চ স্বরে কেরাত পড়া সুন্নত।[44]

১৩. ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি মসজিদে জানাযা রাখা মাকরুহ মনে করি।[45] অথচ আহলে হাদীসদের বক্তব্য হলো, মসজিদে জানাযা রাখা সুন্নত এবং এর অস্বীকার একটি সুন্নতের বিরোধীতা।[46]

---

38 আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ.১, পৃ.৭১।
39 আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ.১, পৃ.১৭৬।
40 ফতোয়ায়ে সানাইয়্যা, খ.২, পৃ.৫০।
41 আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ.১, পৃ.১৭৪।
42 ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস, খ.৫, পৃ.১৮৫।
43 শরহে মুসলিম, ইমাম নববী রহ. খ.১, পৃ.৩১১। আল-মুগনী, আল্লামা ইবনে কুদামা, খ.২, পৃ.৪৮৬।
44 ফতোয়ায়ে সানাইয়্যা, খ.২, পৃ.৫৬।

১৪. ইমাম মালেক রহ. এক রাকাত বিতর সম্পর্কে বলেন, আমাদের এখানে এক রাকাত বিতরের উপর কোন আমল নেই। বিতর নামায কমপক্ষে তিন রাকাত হতে হবে।[47] অথচ এর বিপরীতে আহলে হাদীসরা বলে তিন রাকাত বিতর পড়া জায়েয নয়।[48]

১৫. ইমাম মালেক রহ. পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ঘোড়া হালাল নয়।[49] অথচ আহলে হাদীসরা প্রতি বছর বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়া কুরবানী দিয়ে থাকে।

১৬. ইমাম মালেক রহ. এর নিকট কুরবানী দেয়ার বৈধ সময় হলো তিন দিন।[50] অথচ আহলে হাদীসরা চতুর্থ দিনেও কুরবানী করে থাকে।

১৭. ইমাম মালেক রহ. বলেন, রমযানের পরে শাওয়াল মাসের ছয় রোযা আমি কোন আলেম ও ফকীহকে রাখতে দেখিনি। সালাফে-সালেহীন থেকে এ রোযা রাখার ব্যাপারে আমার কাছে কোন বক্তব্য পৌঁছয়নি। বরং উলামায়ে কেরাম একে মাকরুহ মনে করেন। মূর্খ লোকেরা একে রমযানের সাথে মিলিয়ে ফেলার আশঙ্কায় একে বিদয়াত হওয়ার ভয় করেন।[51] অথচ আহলে হাদীসরা এ বিষয়ে জোর প্রচার চালিয়ে থাকে।

১৮. ইমাম মালেক রহ. খিয়ারে মজলিসের হাদীস উল্লেখ করে লিখেছেন, وليس لهذا عندنا حد معروف لا أمر معمول به فيه অর্থাৎ আমাদের নিকট খিয়ারে মজলিশের নির্দিষ্ট

---

45 আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ.১, পৃ.১৭৭।
46 বালাগুল মুবীন, পৃ.৫৫৩। সাত্তারিয়া, খ.২, পৃ.৩১ দ্রষ্টব্য।
47 মুয়াত্তা, পৃ.১১০।
48 আরফুল জাদী, পৃ.৩৩।
49 মুয়াত্তা, পৃ.৪৯৩।
50 মুয়াত্তা, পৃ.৪৯৭।
51 মুয়াত্তা, পৃ.২৫৬।

কোন সীমা নেই। এর উপর আমাদের আমলও নেই।[52] অথচ এ বিষয়ে আহলে হাদীসরা খুব প্রচার চালিয়ে থাকে।

১৯. ইমাম মালেক রহ. এর নিকট একই সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হবে।[53] অথচ গাইরে মুকাল্লিদরা এটা কোনভাবেই মানে না।

২০. ইমাম মালেক রহ. বিশ রাকাত তারাবীহের সাথে ১৬ রাকাত নফল নামাযের প্রবক্তা। অথচ আহলে হাদীসরা এটা কোনভাবেই মানে না।

আমি বললাম, মদীনাবাসীর সাথে আপনাদের ওযু, তায়াম্মুম, নামায, জানাযার নামায, হালাল-হারাম, ও বিবাহ-তালাকের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অথচ আপনারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকেন যে, আমাদের দ্বীন হলো মদীনাবাসীর দ্বীন। অথচ এধরনের নিরেট মিথ্যা কথা বলার ক্ষেত্রে আপনাদের একটুও কি চিন্তা হয় না যে, আমাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রত্যেক শব্দের হিসেব দিতে হবে। সেখানে টাকা-পয়সা বা গলাবাজী চলবে না। এখনও তওবার পথ খোলা আছে। আল্লাহ তায়ালার রহমত গোনাহগার বান্দাদেরকে ক্ষমা করার জন্য আহ্বান করছে।

মদীনা ও ইলমী কিতাব:

দ্বীনের পরিপূর্ণ বিষয়ে আপনাদের এমন একটা কিতাবও নেই যা মক্কা-মদীনায় লেখা হয়েছে। কুফায় সেসব সাহাবীর মাধ্যমে দ্বীন এসেছে, যারা মক্কা-মদীনা থেকে দ্বীন নিযে এসেছিলেন। আল্লামা আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী রহ. রাসূল স. এর

---

[52] মুয়াত্তা, পৃ.৬০৫।

[53] মুয়াত্তা, পৃ.৫১০-৫২১।

পবিত্র রওযার পাশে বসে দ্বীনের একটা পূর্ণাঙ্গ কিতাব আদ-দুররুল মুখতার লিখেছেন। এ কিতাবে তিনি লিখেছেন, কুরআনের পরে ইমাম আবু হানিফা রহ. রাসূল স. এর একটি বড় মু'জেযা। এটা প্রমাণের জন্য এই একটা দলিলই যথেষ্ট যে, পুরো বিশ্বে তাঁর মাযহাব সবচেয়ে বিস্তৃত। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর প্রত্যেকটি কথা কোন না কোন ইমাম গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় দলিল হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পর থেকে এ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিচার কার্য ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অনুসারীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একটি ঐতিহাসিক সত্য হলো আব্বাসী খেলাফতের প্রায় ৫০০ বছর মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ কাযী ও বিচারক ছিলেন হানাফী মাযহাবের। পরবর্তী সালজুক ও খাওয়ারেজমী সকলেই হানাফী ছিলো। উসমানি খেলাফত হানাফী মাযহাবের আলোকে পরিচালিত হয়েছে। ইবনে আবেদীন শামী রহ. এর সময় পর্যন্ত প্রায় নয় শ বছর উসমানী খেলাফত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, সমস্ত শহরের বাদশাহ ও কাযী হানাফী ছিলো। অধিকাংশ শিক্ষক ও অধিকাংশ জনগণ ছিলো হানাফী।[54] মোটকথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় বার শ' বছর হারামাইন শরীফাইনের খাদেম ছিলো হানাফী মাযহাবের। এরপর, এখনও পর্যন্ত হাম্বলীরা খাদেম রয়েছে। আহলে কুরআন বা আহলে হাদীস কাউকে আল্লাহ তায়ালা রাজত্ব দিয়ে হারামাইন শরীফাইনের খেদমত করার সুযোগ দেননি। তাদের খেদমত তো দূরে থাক, এই পবিত্র শহরে তাদের কোন অস্তিত্বও ছিলো না।

---

[54] কালিমাতে তাইয়্যিবাত, পৃ.১৭৭।

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর সত্যের স্বীকৃতি:

আহলে হাদীসদের শাইখুল ইসলাম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ২০ অক্টোবর, ১৯৩৩ তার আখবারে আহলে হাদীস অমৃতসর শীর্ষক পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেনে, মুসলিম ভাইয়েরা, অধিকাংশ আহলে হাদীস অবগত রয়েছে যে, মাওলানা আহমাদ সাহেব দেহলবী সাত-আট বছর যাবৎ মদীনায় অবস্থান করছেন। আপনি যখন সেখানে যাবেন, এই পবিত্র নগরীতে কোন আহলে হাদীস খুঁজে পাবেন না। এই শহরে তাদের কোন মাদ্রাসা নেই, কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এমনকি উল্লেখযোগ্য কোন কাজে তাদের কোন অবদান নেই। সেখানে আহলে হাদীসদের কোন আলোচনা নেই। এমনকি কোন নাম-গন্ধও নেই। সেখানে গেলে মনে হয়, শত শত বছর ধরে এই নগরী আহলে হাদীস শূণ্য। এ অবস্থা দেখে অন্তরে খুব ব্যথা লাগলো। অত্যন্ত দু:খ লাগলো যে, ইসলামের মূল কেন্দ্র, রাসূল স. এর অবস্থানের জায়গা, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মানুষ যেখানে একত্রিত হয়, সেখানে আহলে হাদীসদের কোন নাম-গন্ধও নেই, তাদের কো আলোচনা নেই। কতোটা লজ্জার কথা, আমরা তো সুন্নতের দাবী করে থাকি, অথচ রাসূল স. এর ঘর মদীনা তৈয়্যেবায় এই সুন্নতের দাওয়াতের কোন চিহ্ন নেই। আফসোস। ইন্নালিল্লাহ।

একইভাবে মক্কায় তাদের প্রথম মাদ্রাসা দারুল হাদীস মুহাম্মাদিয়া ১২ রবিউল আওয়াল ১৩৫২ হি: প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলো, আব্দুল হক্ব নুনারী। এ থেকে স্পষ্ট, যেমন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ফেতনা, পারভেজী ফেতনা হিন্দুস্তান থেকে আরব বিশ্বে সংক্রমিত হয়েছে, একইভাবে আহলে হাদীস মতবাদও হিন্দুস্তান থেকে আরবে গিয়েছে। কাদিয়ানী ও আহলে কুরআন এর এই দাবী চরম মিথ্যাচার যে, তাদের মতবাদ আরব থেকে উৎসারিত, তেমনি আহলে

হাদীসদের এই দাবীও একটি নিরেট মিথ্যা যে, তাদের মতবাদ হিজায থেকে এসেছে।

আমি তাকে বললাম, মক্কা-মদীনার সাথে আপনাদের তো ততুটুকু সম্পর্কও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত নয়, যতটুকু ওখানকার মূর্তিপূজকদের রয়েছে। কেননা, তাদের থেকে অন্তত মূর্তিপূজা অন্যত্র ছড়িয়েছে। আপনি ইসলামের পুরো সাড়ে তের শ বছরের ইতিহাসে মক্কা-মদীনায় এমন একজন বাদশাহ, কাযী, মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীর একজন ইমামকেও দেখাতে পারবেন না যে, সে মুজতাহিদ না হওয়া সত্ত্বেও তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে লা-মাযহাবী ছিলো। ইজতেহাদকে ইবলীসের কাজ, আর মুজতাহিদের অনুসরণকে শিরক বলতো। থাকলে ঐতিহাসিক প্রমাণসহ পেশ করুন।

ইসলামের শাসকবর্গ:

উকিল সাহেব বললেন, আপনি গর্বের সঙ্গে বললেন যে, অধিকাংশ রাজা-বাদশা হানাফী ছিলো। আপনার একথা ঠিক। কেনই বা রাজা-বাদশা হানাফী হবে না, হানাফী মাযহাব তো রাজা-বাদশাহদের মদ ও যিনার অনুমতি দিয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. নিজে মদ বানিয়ে খলিফা হারুনুর রশীদকে পান করাতো। সেই মদের নাম ছিলো, আবু ইউসুফী মদ।

আমি বললাম, আপনি মারাত্মক ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলেছেন। আপনাদের নিকট তাহলে সমস্ত মুসলিম শাসক ব্যভিচারী ও মদখোর। ইতিপূর্বে কোন অমুসলিমও এমন ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস করেনি। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা হলো, আপনি পৃথিবীর সমস্ত ফকীহ ও আলেমকে যিনা ও মদ বৈধকারী আখ্যা দিয়েছেন। নবীজী স.

ফেকাহকে কল্যাণকর এবং ফকীহদেরকে উত্তম বলেছেন। আর আপনারা ফেকাহকে সবচেয়ে অনিষ্টকর ও ফকীহদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলছেন।

রাসূল স. সত্য বলেছেন। এই উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অভিশাপ ও গালি-গালাজ করবে। রাসূল স. এর ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা আহলে হাদীসরা স্বচক্ষে দেখিয়ে দিলো।

তিনি বললেন, ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে মদকে বৈধ বলা হয়েছে। এগুলো বাদশাহদের জন্য নির্দিষ্ট। ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে আবু ইউসুফী মদের কথাও আছে।

আমি তার সামনে ফতোয়ায়ে আলমগীরির উর্দু অনুবাদ রাখলাম। সেখানে লেখা ছিলো, মদের ছয়টি হুকুম,

১.কম-বেশি যে কোন পরিমাণ মদ পান করা হারাম। ঔষধ হিসেবেও মদ ব্যবহার করা হারাম।

২. মদ হারাম হওয়ার অস্বীকারকারী কাফের।

৩. মদের ক্রয়-বিক্রয় ও এথেকে উপকৃত হওয়া হারাম।

৪. মদের মূল্য নির্ধারণও বৈধ নয়। এমনকি কেউ অন্য কারও মদ নষ্ট করলে তাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না।

৫. রক্ত ও পেশাবের ন্যায় মদও নাজাসাতে গলীজা।

৬. কম বা বেশি পান করার কারণে মদের দন্ডবিধি বা হদ প্রয়োগ করা আবশ্যক।[55]

---

[55] ফতোয়ায়ে আলমগীরি, খ.৯, পৃ.৮১২।

আল্লাহকে ভয় করুন, এটিই কি মদের অবাধ অনুমতি? আমাদের নিকট মদ পেশাবের মতো নাপাক, অথচ আপনাদের নিকট মদ পাক।[56]

উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আবু ইউসুফী মদের ঘটনা আসলে কী?

আমি বললাম, আবু ইউসুফী কোন মদের নাম নয়। একে বাখতাজ বা মুসাল্লাস বলে। ফতোয়ায় আলমগীরিতে এই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মৃত্যু হয়েছে ১৮২ হি: সনে। আপনি ফতোয়ায় আলমগীরি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এটা ১১১৮ হি: সালে লেখা। অথচ নাসায়ী শরীফ সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত একটি হাদীস গ্রন্থ। এটি ৩০৩ হি: সনে লেখা। নাসায়ীতে রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী বলেছেন, لاباس بنبيذ البختج অর্থাৎ বাখতাজ নামক মিষ্টি পানীয় পানে কোন অসুবিধা নেই। কাযী আবু ইউসুফ রহ. হারুনুরশ রশীদকে নাবীয বা মিষ্টি পানীয় পানের অনুমতি দেয়ায় কোন হাদীসের বিরোধীতা হয়েছে? বাখতাজ হারাম হওয়ার একটা আয়াত বা হাদীস পেশ করুন। বোখারী শরীফে আছে, হযরত উমর, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. তিলায়ে মুসাল্লাস পান করতেন।(মদ আগুনে জ্বালানোর পর যে এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে তিলায়ে মুসাল্লাস বল।)[57] এসব সাহাবীকে আবু ইউসুফ রহ. কি ফতোয়া দিয়েছিলেন? হানাফী মাযহাবে এক ফোঁটা মদ বৈধ, এ মর্মে আপনি মাত্র একটা উদ্ধৃতি পেশ করুন। নতুবা এমিথ্যা থেকে তৃওবা করুন।

তিনি বললেন, আমি দুররে মুখতার থেকে সরাসরি মদ শব্দ উদ্ধৃত করছি। দেখুন। এখানে রয়েছে, মদের সাথে গমকে জ্বালিয়ে কয়েকবার জোশ দেযার পর শুকিয়ে ফেললে তা পাক হয়ে যাবে।

---

[56] নুযুলুল আবরা, খ.১, পৃ.৪৯

[57] বোখারী শরীফ, খ.৩, পৃ.৩৮০।

আমি দুররে মুখতার বের করে তাকে দেখালাম। মদের সাথে গম রান্না করলে তা পবিত্র হবে না। এর উপর হানাফী মাযহাবের ফতোয়া।[58] আপনি হয়তো জেনে-শুনে এমন খিয়ানত করেছেন, অথবা না জেনে বলেছেন। এরপর, আমি তাকে নুযুলুল আবরা দেখালাম। আপনাদের নিকট তো মূল মদই পাক। মদের সাথে রান্না করা গমও পাক। এমনকি মদের সাথে আটা মিশিয়ে রুটি বানানো হলে তাও পবিত্র।

তিনি বললেন, হেদায়ায় লেখা আছে, মদ থেকে সিরকা বানানো বৈধ?

আমি তাকে বললাম, হেদায়ার গ্রন্থকার এই মাসআলার দলিল হিসেবে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। خير خلكم خل خمركم হাদীসের অর্থ, মদ থেকে তৈরি সিরকা হলো তোমাদের সর্বোত্তম সিরকা। আপনাদের নিকটও সিরকা বৈধ। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন, أما الخمر إذا صار خلا فيصير حلالا অর্থাৎ মদ সিরকায় পরিণত হলে তা হালাল।[59] দেখুন, এ বিষয়ে বোখারী শরীফে হযরত আবু দারদার রা. এর উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, মদের মধ্যে মাছ রেখে রোদে শুকালে তা মদ থাকে না, সিরকা হয়ে হালাল হয়ে যায়। বোখারী শরীফ তো হেদায়ার আগে লেখা একটা কিতাব। প্রথমে এর উপর অভিযোগ করা উচিৎ ছিলো।

উকিল সাহেব বললেন, মদ সিরকা হলে তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আবু ইউসুফ রহ. কিভাবে কাযী হলেন, তা আপনার জেনে রাখা দরকার। আবু ইউসুফ রহ. হারুনুর রশীদকে ফতোয়া দিয়েছিলো, তোমার পিতার বাদীর সাথে তোমার সহবাস বৈধ। এই ফতোয়ার কারণে তাকে কাযী নিযুক্ত করা হয়।

---

[58] আদ-দুররুল মুখতার, পৃ.১৭২।

[59] নুযুলুল আবরার, খ.১, পৃ.২৮৫।

কাযী আবু ইউসুফ রহ.

আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কাছে আপনার মুখ থেকে বের হওয়া প্রত্যেকটা শব্দের হিসাব দিতে হবে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আলী ইবনে সালেহ রহ. (মৃত:১৫১ হি:) হাদীস বর্ণনার সময় বলতেন, حدثني أفقه الفقهاء وقاضي القضاة وسيد العلماء أبو يوسف অর্থাৎ আমার কাছে বর্তমান সময়ের সবচে’ বড় ফকীহ, আলেমদের সরদার, প্রধান বিচারপতি আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী রহ. এর উস্তাদ আলী ইবনুল জা’দ রহ. (মৃত: ২৩০ হি:) বলতেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর নাম মুখে আনার আগে সাবান ও গরম পানি দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে নিবে। এরপর, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর শপথ, আমি আবু ইউসুফ রহ. এর মতো কোন মুহাদ্দিস দেখিনি’। তিনি ধারাবাহিক রোযা রাখতেন। কাযী হওয়ার পরেও প্রত্যেকদিন দু’শ রাকাত নফল নামায পড়তেন। কারও ব্যাপারে অপবাদ দেয়ার আগে একটু চিন্তা করা উচিৎ। আপনি তার নামে যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আপনাদের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও লিখেছেন, ঘটনাটি একেবারে ভিত্তিহীন।[60] আপনি এই ঘটনা থেকে যে ফলাফল বের করেছেন, এর দ্বারা বোঝা যায়, হারুনুর রশীদ সর্বপ্রথম তাকেঁ কাযী বানিয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটি আপনার সীমাহীন অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, সর্বপ্রথম খলিফা মাহদী আবু ইউসুফ রহ. কে প্রধান বিচারপতি পদে সম্মানিত করেন। এরপর, খলিফা হাদীর সময়েও তিনি এপদে বহাল ছিলেন। পরবর্তী হারুনুর রশীদের সময়ও তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন।[61] কাযী সাহেবের মাঝে আল্লাহর ভয় এতটা প্রবল ছিলো যে, মৃত্যুশয্যায় তিনি খুব পেরেশান ছিলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহর শপথ আমি কোন গোনাহের কাজ করিনি। সারাজীবন এক দিরহাম পরিমাণও হারাম খাইনি।

---

[60] কাশফুল ইলতেবাস, পৃ.২৬৯।

[61] কিতাবুল খিরাজ এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বিচারের ক্ষেত্রে জীবনে একবারও বে-ইনসাফী করিনি। তবে একবার বেইনসাফী হয়েছে। আমি খলীফা হারুনুর রশীদকে কিছু বিচারের ফয়সালা শুনাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে একজন খ্রিষ্টান এলো। সে দাবী করলো, অমুক বাগানটি খলীফা আমার কাছ থেকে আত্মসাৎ করেছে। আমি খলীফাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, বাগানটি খলীফা মানসুর থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি। আমি খ্রিষ্টান লোকটিকে বললাম, তোমার নিটক কোন সাক্ষী আছে? সে বলল, না। আপনি খলীফার কাছ থেকে কসম নিন। আমি খলীফাকে কসম দিতে বললাম। তিনি কসম দিলেন। খ্রিষ্টান লোকটি চলে গেল। আমি ভয় করছি, 'খলীফাকে খ্রিষ্টানের পাশে বসিয়ে আমি এই বিচারটা কেন করলাম না'। একারণে তিনি মৃত্যুশয্যায় কাঁদছিলেন।[62]

কাযী আবু ইউসুফ রহ. অসুস্থ ছিলেন। বিখ্যাত ওলী হযরত মা'রুফ কারখী রহ. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাওয়াসকে বললেন, কাযী সাহেব এর ইন্তেকাল হলে আমাকে সংবাদ দিবেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমি কাযী আবু ইউসুফ রহ. এর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে কাযী সাহেবের জানাযা প্রস্তুত ছিলো। আমি চিন্তা করলাম, এখন যদি মা'রুফ কারখী রহ. কে বলতে যাই, তাহলে আমি নিজেও জানাযা পাব না। একারণে আমি জানাযা পড়ে হযরত মা'রুফ কারখী রহ. কে সংবাদ দিলাম। সংবাদ শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। হযরত মা'রুফ কারখী রহ. বললেন, আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। সেখানে খুবই চমৎকার একটা মহল দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার মহল? উত্তর দেয়া হলো, কাযী আবু ইউসুফ রহ. এর। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিভাবে

---

62 মানাকেবে যাহাবী, পৃ.৪৩।

এতো উচ্চ মহলের অধিকারী হলেন? বলা হলো, সে মানুষকে অনেক ইলম শিখিয়েছে। আর লোকেরা তার নামে কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ বানিয়েছে।[63]

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মৃত্যুর পর সেসময়ের একজন বিখ্যাত ওলী তাকে স্বপ্ন দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুহাম্মাদ, তোমার কী অবস্থা? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি তোমাকে ইলমের ভান্ডার বানিয়েছিলাম। একারণে তোমাকে কোন শাস্তি দিবো না। যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। এরপর থেকে আমি এই সুউচ্চ মহলে আছি। বুযুর্গ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু ইউসুফ এর কী খবর? মুহাম্মাদ রহ. বললেন, তিনি আমার চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় আছেন। এরপর তিনি বললেন, আবু হানিফা কোথায়? মুহাম্মাদ রহ. উত্তর দিলেন, তিনি আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু মর্যাদায় আছেন।[64]

আমি তাকে বললাম, যারা শত বছর ধরে জান্নাতের নেয়ামতের মাঝে রয়েছেন, আপনারা এখনও তাদেরকে মাফ করবেন না?

তিনি বললেন, কাযী আবু ইউসুফ রহ. একটা কৌশল বলেছেন, বাদীর অর্ধেক বিক্রি করে দিবে এবং অর্ধেক দান করবে। ঘটনাটি খতীব বাগদাদী সনদসহ লিখেছে।

আমি বললাম, ঘটনাটি খতীব বাগদাদী তারীখে বাগদাদের ১৪ নং খন্ডে উল্লেখ করেছেন। তিনি তারীখে বাগদাদের ৬ নং খন্ডে এই ঘটনার বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আবুল আযহার সম্পর্কে লিখেছেন,كان كذابا قبيح الكذب ظاهره অর্থাৎ সে মিথ্যুক ছিলো। নিকৃষ্ট পর্যায়ের মিথ্যাচারে সে অভ্যস্ত ছিলো। এর সনদে হাম্মাদ ইবনে আবি ইসহাক মু'সেলী নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। এরা তাদের সময়ের বিখ্যাত

[63] মানাকেবে যাহাবী, পৃ.৪৪।
[64] তারীখে বাগদাদ, খ.২, পৃ.১৮২।

মিথ্যুক ও জাল বর্ণনাকারী ছিলো। আপনারা কিভাবে এদের মতো এমন বিখ্যাত মিথ্যুকদের বর্ণনা দ্বারা এতো বড় ইমামদের মর্যাদায় আঘাত করেন?

উকিল সাহেব বললেন, সম্ভবত শাফেয়ী মাযহাবের কেউ লিখেছে, ইমাম শাফেয়ী রহ. যখন ইরাকে এসে খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে পৌঁছলেন, খলীফার সামনে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বিরোধীতা করলেন। হারুনুর রশীদ উভয়ের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। এতে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। এটা কেমন কথা, কাযী সাহেব শুধু হিংসার বশবর্তী হয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মান হানি করার চেষ্টা করেছেন। ঘটনাটি সনদসহ বর্ণিত হয়েছে।

আমি বললাম, এই ঘটনার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-বালাবী রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম দারে কুতনী বলেন, সে জাল হাদীস বানাতো।[65]

যারা রাসূল স. সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে, কাযী আবু ইউসুফ সম্পর্কে মিথ্যা বলা তো খুবই স্বাভাবিক।এই ঘটনার আরেকজন বর্ণনাকারী হলো, আহমাদ ইবনে মুসা আন-নাজ্জার। তাকে মিযানুল ই'তেদালে ইমাম যাহাবী জংলী জানোয়ার বলেছেন।[66] এমন জঘণ্য মিথ্যুকদের বর্ণনা অবলম্বন করে আপনারা ইমামদেরকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে থাকেন। ঘটনাটি মিথ্যা হওয়ার একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ হলো, ইমাম শাফেয়ী রহ. ১৮৪ হি: তে ইরাকে আসেন। এর দু'বছর আগে ১৮২ হি: তে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইন্তেকাল করেন। দু'বছর পরে কি তিনি কবর থেকে উঠে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর সাথে বিতর্ক করতে এসেছিলেন? আপনাদের বিশ্লেষণ খুবই আশ্চর্যের। মনে চাইলে বোখারী[67] ও মুসলিমের[68] হাদীসও অস্বীকার করেন। আর

[65] মিযানুল ই'তেদাল, খ.২, পৃ.৪৯১।
[66] মিযানুল ই'তেদাল, খ.১, পৃ.১৫৯।
[67] বোখারী শরীফ। খ.২, পৃ.৯৬৩।

মনে চাইলে এধরনের জঘন্য মিথ্যা ঘটনাকেও ওহীর চেয়ে বেশি মর্যাদাসহ বর্ণনা করেন।

তিনি বললেন, আপনারা যেসব শাসকদের নিয়ে গর্ববোধ করেন, তারা প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' বছর ধরে কা'বা শরীফে চারটা নামাযের জায়গা বানিয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় সৌদি সরকারের অধীনে এখন একটি মাত্র মুসাল্লা আছে।

আমি বললাম, যখন চারটা ছিলো, তখনো আপনাদের কোন মুসাল্লা ছিলো না। এখন একটা আছে, এখনও আপনাদের কোন স্থান নেই। এর দ্বারা এটাও বোঝা যায়, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাব চারটি। আপনারা কখনও আহলে সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

উকিল সাহেব বললেন, খলীফা হারুনুর রশীদ মক্কা শরীফে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাঝে বিতর্কের ব্যবস্থা করেন। এ বিতর্কে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন, ইমাম মালেক রহ। এখানে আযান, সা' ও ওয়াকফের মাসআলা আলোচনা হয়। এ বিতর্কে হারুনুর রশীদের সামনে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. পরাজিত হন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এই তিন মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর কথা শুনে সাধারণ মানুষ হৈ চৈ শুরু করলো। চারিদিক থেকে সবাই বলতে শুরু করলো, আপনি এগুলো কী বলছেন?[69]

আমি উত্তর দিলাম, ইবনুল জাওযী রহ. সনদ ছাড়া ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, এই বিতর্ক ১৮৪ হি: তে হয়েছে। এবার বিতর্ককারীদের সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন। খলীফা হারুনুর রশীদ ১৭০ হি: তে খলীফা হয়েছেন এবং ১৯৩ হি:

---

[68] মুসলিম শরীফ, খ.১, পৃ.২৭৪।
[69] তুরীকে মুহাম্মদী, পৃ.১১৮।

মৃত্যুবরণ করেছেন। ইমাম মালেক রহ. যাকে এই বিতর্কের তৃতীয় ব্যক্তি বলা হযেছে, তিনি এই বিতর্কের পাঁচ বছর পূর্বে ১৭৯ হি: ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বিতর্কের দু'বছর পূর্বে ১৮২ হি: ইন্তেকাল করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. তো ১৮৪ হি: ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর কাছে ইলম শিক্ষার জন্য ইরাকে গিয়েছিলেন। তখন তিনি ছাত্র ছিলেন। তখন আলেম হিসেবে তাঁর কোন বিশেষ পরিচিতিও ছিলো না। তিনি ১৯৫ হি: তে ইজতেহাদ শুরু করেন। প্রায় ছয় বছর আগের মাযহাবে ছিলেন। এরপর মিশরে যান। সেখানে নতুন মাযহাব সঙ্কলন করেন। ২০৪ হি: তিনি ইন্তেকাল করেন। এই বিতর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. রাসূল স. এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। অথচ কোন হাদীসের কিতাবে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বিতর্কে বলা হয়েছে, বিলাল রা. এর পৌত্র বলেছেন, বিলাল রা. এর আযানে তারজী' ছিলো। কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা বা হাদীসের কিতাবে বিলাল রা. এর পৌত্রের কথা নেই, তিনি মদীনায় বসবাস করতেন কি না, এটাও অজানা। অথচ এটি হযরত বেলাল রা. থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তিনি সর্বদা তারজী ছাড়া আযান দিতেন। এগুলো হলো এই কাল্পনিক বিতর্ক মিথ্যা হওয়ার চাক্ষুশ প্রমাণ। আপনার এই মিথ্যা ঘটনা থেকে তো এও প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় হিজরীতে ইমাম সাহেব রহ. এর তাকলীদ এতটা ব্যাপক হয়েছিলো, সাধারণ মানুষও তার বিরোধীতার কারণে হৈ চৈ করে উঠতো। তাদের এই আচরণের কেউ বিরোধীতা করেনি। খলীফা হারুনুর রশীদ, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী বা ইমাম মালেক কেউ তাদের অবস্থানকে ভুল বলেননি। আপনাদের এই মিথ্যা ঘটনা যদি মেনে নেই, তাহলে তো এর থেকে প্রমাণিত হয়, তখন তাকলীদে শাখসীর উপর ইজমা হয়েছিলো। আপনাদের যারা বলেন যে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তাকলীদ তো দূরে থাক, মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিলো না, তাদেরকে এধরনের মিথ্যাচার থেকে তওবা করতে বলুন।

অবশেষে উকিল সাহেব বললেন, *আল-হামদুলিল্লাহ, আমার অনেক বিভ্রান্তি দূর হয়েছে।* পরে কোন এক সময় আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করবো।

Islamic Da’wah and Education Academy

“আহলে হাদীস” সম্পর্কে আহলে হক ওলামাদের মন্তব্য

অভিমত ও সত্যায়ন

হযরত আল্লামা কারী মুহাম্মাদ উসমান সাহেব দা.বা

উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ। নাজেম, মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। অগণিত দুরূদ ও সালাম রাসূল স. এর প্রতি।

নবীজী স. ইরশাদ করেছেন,

يحمل هذا العلم مِن كُلِ خَلَف عُدُوله، يَنفُونَ عَنهُ تحريف الغالين ، و إنتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين

পূর্ববর্তীদের ন্যায় নিষ্ঠ ও সৎ লোকেরাই ইলমকে ধারণ করবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, পথচ্যুতদের হস্তক্ষেপ ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে তারা ইলমকে সংরক্ষণ করবে।[৭০]

উক্ত হাদীসে রাসূল স. পরবর্তীদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। পরবর্তী সময়ে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের স্বভাবে বাড়া-বাড়ি, প্রান্তিকতা ও কঠোরতা থাকবে। ইসলামী শিক্ষা থেকে তারা হবে অজ্ঞ ও অসচেতন । এরপরও তারা কুরআন ও হাদীসের তাফসীর ও ব্যাখ্যার দু:সাহস দেখাবে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নয়, এমন বিষয়কে হঠকারিতা বশত: কুরআন ও হাদীসের দিকে সম্পৃক্ত করবে। মোটকথা, তারা রাসূল স. কর্তৃক আনীত দ্বীন ও ইলমের মাঝে

---

[৭০] মেশকাত শরীফ, খ.১, পৃ.২৭৬।

বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার চেষ্টা করবে। তাদের এই হীন কর্মকান্ডে অনেকে বিভ্রান্ত ও পথচ্যুত হবে।

এই দু:সংবাদের পাশাপাশি রাসূল স. আমাদেরকে একটি সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে, এসমস্ত বিপথগামী, পথচ্যুত ব্যক্তিদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ, তাদের মোকাবেলায় এমন কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে, যারা হবে সালাফে-সালেহীনের যোগ্য উত্তরসূরী। তারা পূর্ববর্তীদের থেকে নববী ইলমের সঠিক ধারা তথা কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম শিখবে। যখনই কোন অপশক্তি কুরআন ও সুন্নাহের অপব্যাখ্যা, মিথ্যাচার ও বিকৃতিতে লিপ্ত হবে, সালাফে-সালেহীনের যোগ্য অনুসারীরা কারও নিন্দা ও রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে তাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রতিবাদ করবে।

তাদের প্রচেষ্টার ফলে নববী শিক্ষার ধারা সালাফে-সালেহীনের পথ ও পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হবে। তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে সব ধরণের বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকবে। একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ পরিবেশে সুবিন্যস্ত অবস্থায় ইলমে নববী উম্মতের সামনে পরিবেশিত হবে। এভাবে মুসলিম উম্মাহ রাসূল স. এর সুন্নাহ ও সাহাবাদের আদর্শের উপর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিভ্রান্তকারী দলগুলোর প্ররোচনা থেকে থাকবে নিরাপদ। পরকালেও ইনশাআল্লাহ জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাত পাবে।

সালাফে-সালেহীনের উত্তরসূরীরা কোন নির্দিষ্ট অন্চল বা সময়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। তারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকতে পারে। মোটকথা, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বাবস্থায় তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য থাকবে অবারিত। নবী কারীম স. ইরশাদ করেছেন,

لا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة

আমার উম্মতের মাঝে সর্বদা একটি দল থাকবে, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। যারা তাদের সাহায্য করবে না, ক্বিয়ামত অবধি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [71]

তাদের মর্যাদা ও সওয়াব সম্পর্কে রাসূল স. ইরশাদ করেছেন,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ

নিশ্চয় আমার উম্মতের মাঝে অচিরেই একটি দলের আবির্ভাব হবে যারা তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে।[72]

তারা খুবই সৌভাগ্যবান যারা সালাফে-সালেহীনের উত্তরসূরী হয়ে কুরআন ও সুন্নাহের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে আত্ম-নিয়োগ করে। লেখনী, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের খেদমতের নিজেকে উৎসর্গ করে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো, ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ বিজ্ঞ আলেম হযরত মাওলানা মুফতী ইউসুফ জোধপুরী তাঁর শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় জোধপুরে দারুল ইফতা ওয়াত দাওয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক বুঝ সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচারই তাদের লক্ষ্য। এরই ধারাবাহিকতায় মুনাজেরে যামান হযরত মাওলানা আমীন সফদর উকারভী রহ. এর মাজমুয়া রসাইল থেকে নির্বাচিত তিনটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের কয়েকজন আলেম বইগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাদের তত্ত্বাবধানে মুফতী ইউসুফ সাহেব বইয়ের উদ্ধৃতিগুলো পুন:যাচাই করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদদের তত্ত্বাবধানে দাওয়াতী কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

[71] মেশকাত শরীফ, এই উম্মতের সওয়াব অধ্যায়, খ.২, পৃ.৫৮৪।

[72] প্রাগুক্ত।

নি:সন্দেহে এটি একটি মহান উদ্যোগ। এধরনের দাওয়াতী কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা তাকওয়া ও পুণ্যের কাজে একে-অপরকে সহযোগিতা করো। আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, সদস্য ও সহযোগিতাকারী সবাইকে কবুল করুন এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন।

মূল্যবান অভিমত

হযরত মাওলানা আব্দুল হক্ব সাহেব আজমী দা.বা.

শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد

কিছুদিন হলো, তথাকথিত আহলে হাদীসরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নিজেদের বাপ-দাদাদের মতো মুজতাহিদ ইমামগণ ও তাদের অনুসারীদের দিকে বিভিন্ন ধরণের ভিত্তিহীন ও নির্জলা মিথ্যা সম্পৃক্ত করছে। এভাবে তারা মাযহাবের ইমাম ও তাদের অনুসারীদের কাফের, ফাসেক ইত্যাদি আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বশক্তি ব্যয় করছে। কুরআন ও সুন্নাহে কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ সমস্ত আয়াত ও হাদীসকে তারা মুজতাহিদ ইমাম ও তাদের অনুসারীদের উপর প্রয়োগ করে থাকে। এধরনের নিকৃষ্ট কাজ পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট দলগুলোও করেছে। বোখারী শরীফে খারেজীদের সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর রা. এর অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে,

وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها
على المؤمنين

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাদেরকে আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি মনে করতেন। তিনি বলেন, তারা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকে মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করতো।[73]

একই অবস্থা হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের তথাকথিত আহলে হাদীসদের। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বোখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফয়যুল বারী (৪/৪৭৩) তে ইবনে উমর রা. এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

وهذا حال المدعين للعمل بالحديث في زماننا فإنهم يجعلون الآيات التي نزلت في حق الكفار في حق المقلدين سيما الحنفية كثر الله تعالى حزبهم

আমাদের দেশের হাদীস অনুসরণের দাবীদারদেরও একই অবস্থা। যে আয়াতগুলো কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা এগুলোকে মাযহাবের অনুসারীদের সম্পর্কে ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে হানাফীদের উপর তারা এগুলো প্রয়োগ করে। আল্লাহ পাক হানাফীদের দলকে আরও ভারী করেন। (আমীন)[74]

তথাকথিত অর্থলোভী এই আহলে হাদীস শ্রেণি কয়েক বছর যাবৎ পেট্রো-ডলারের লোভে নিজেদের গায়ে সালাফী লেবেল লাগিয়েছে। তাদের বাপ-দাদাদের মতো মুসলমানদের মাঝে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও পারস্পরিক শত্রুতা উস্কে দিচ্ছে। বর্তমান সময়ে তাদের এই দুরভিসন্ধির মুখোশ উন্মোচন আবশ্যক হয়ে পড়েছেঅ। আগে থেকেই আআআকিছু উলামায়ে-কেরাম তাদের দুরভিসন্ধি ও ধোঁকাবাজীর দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিয়ে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইউসুফ ও তাঁর বন্ধুরা দারুল ইফতা ওয়াত দাওয়াত, জোধপুর, রাজিস্তান এর প্রকাশনা ও প্রচার বিভাগের পক্ষ থেকে একটি

---

[73] বোখারী শরীফ, খ.২, পৃ.১০২৪।

[74] ফয়যুল বারী, খ.৪, পৃ.৪৭৩।

প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, প্রতিষ্ঠানের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ কবুল করেন, হকের বিরোধীদের সঠিক বুঝ দান করেন। হক্বপন্থীদেরকে সব ফেতনা ও অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

মূল্যবান অভিমত

হযরত মাওলানা মুফতী ওলী দরবেশ দা.বা.

মুফতী, জামিয়া উলুমিল ইসলামিয়া, আল্লামা বিন-নূরী টাউন, করাচী।

ইসলামের শুরু থেকেই শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে মতবিরোধ রয়েছে। পূর্বে এই মতবিরোধ শুধু ইলমী দলিল প্রদানের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। একে উপলক্ষ্য বানিয়ে কাউকে পথভ্রষ্ট ও কাফের-মুশরিক আখ্যায়িত করা হতো না। পরবর্তীতে ইংরেজদের সময়ে একটি নতুন ফেরকার উদ্ভব হলো। এরা প্রথম দিকে ওহাবী নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। ইংরেজরা তাদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে আহলে হাদীস আলেম হুসাইন বাটালভীর চেষ্টায় তাদেরকে আহলে হাদীস নাম প্রদান করে। নব আবির্ভূত এ দলটি শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের মতানৈক্যকে ইসলাম ও কুফুরীর মতানৈক্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেন্জবাজী করে থাকে। হক্বপন্থী উলামায়ে কেরাম তাদের মোকাবেলায় শুরু থেকেই কলম ধরেছেন। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে নিজেদের মতাদর্শ তুলে ধরেছেন। তাদের সব অপপ্রচার, মিথ্যাচার ও অসার বক্তব্যের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে তাদের অপচেষ্টা নস্যাৎ করেছেন। এবিষয়ে মোনাজেরে যামান হযরত মাওলানা আমীন সফদর উকারভী রহ. অনেক বই লিখেছেন। আমীন সফদর রহ. এর কয়েকটি মূল্যবান বই উলামায়ে কেরামের জোর দাবীর প্রেক্ষিতে নতুনভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ

তায়ালা লেখক ও প্রকাশককে উত্তম প্রতিদান দিন। মুসলমানদের জন্য এগুলো উপকারী হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

অভিমত ও সত্যায়ন

হযরত মাওলানা মুফতী আমীন পালনপুরী দা.বা.

উস্তাযুল হাদীস ওয়াল ফিকহ, দারুল উলুম দেওবন্দ।

বর্তমান সময়ের লা-মাযহাবী শ্রেণি নিজেদেরকে আহলে হাদীস বা সালাফী পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা সাধারণ মানুষকে এই বলে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে যে, আমরা রাসূল স. এর অনুসরণ করি। সালাফে-সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনের অনুসৃত পথই আমাদের পথ। আর চার ইমামের অনুসারীরা তাদের ইমামের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে।

বাস্তবতা হলো, এটি আহলে হাদীসদের একটি নির্জলা মিথ্যা ও জঘণ্য ধোঁকা। তারা প্রকৃতপক্ষে রাসূল স. এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে না এবং সালাফে-সালেহীনেরও পদাঙ্ক অনুসারে চলে না। তারা যদি বাস্তবেই রাসূল স. এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতো, তবে রাসূল স. এর নিচের হাদীসটার উপর আমল করতো।

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ

তোমরা আমার ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নতকে আবশ্যকীয়ভাবে আঁকড়ে ধরো। এগুলো পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো।[75]

তারা যদি এহাদীসের উপর আমল করতো, খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত মাসআলায় সাহাবীদের অনুসরণ জরুরি মনে করতো। অথচ তারা সাবাহীদের অধিকাংশ ইজমার বিরোধীতা করে থাকে। চার ইমামের সব অনুসারী তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী খুলাফায়ে রাশেদীনের ইজমার বিরোধীতা করাকে অবৈধ ও ভ্রষ্টতা মনে করে। এখন আপনি ইনসাফের সঙ্গে বলুন, কারা প্রকৃতপক্ষে রাসূল স. ও সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে? তারা না কি আমরা?

একটি তিক্ত বাস্তবতা

মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী

পরিচালক, ইদারায়ে আশরাফুল উলুম, হাইদ্রাবাদ।

باسمه تعالي

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم

বক্ষমান বইটি মূলত: মাওলানা আমীন সফদর রহ. এর তিনটি বইয়ের সঙ্কলন। বইটি হিন্দুস্তানের ইদারায়ে দারুল ইফতা ওয়াত দাওয়া, জোধপুর,

[75] আহমাদ, আবু দাউদ হা. ৪৬০৯, তিরমিযি হা.২৬৭৬, ইবনে মাজা হা.৪২, মেশকাত শরীফ। মুসতাদরাকে হাকেম, হা.৩৩৪। শরহু মায়ানিল আসার, হা. ৪৬৮| আস-সুনানুল কুবরা, হা. ২০৮৩৫। ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৫।

রাজিস্তান এর পক্ষ থেকে দেওবন্দের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছে। ববইয়ের উদ্ধৃতিগুলো সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হয়েছে। কিছু বন্ধুর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকাশক বইটি সংশোধন, নতুনভাবে কম্পোজ ও কিছু শিরোনামের মাঝে সামান্য পরিবর্তন এনেছে।

অত্যন্ত দু:খ ও পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয়, মুসলমানরা আজ একটি ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। চারিদিকে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতার ছড়াছড়ি। মুসলমানদের এই করুণ মুহূর্তেও অভন্তরীণ একটি গৌণ বিষয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। বববববর্তমানে শাখাগত মাসআলা-মাসাইল সাধারণ মানুষের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যেসব আহলে হাদীস ভাইয়েরা সব ধরনের ইলমী নিয়ম-কানুন, আমানত ও ইসলামী আচরণ বিবর্জিত হয়ে এগুলোর প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক বুঝ ও বাস্তবতা উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন। এখন তো নাবালেগ শিশু ও নির্বোধ লোকেরাও বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ও বড় বড় ফকীহ সেজে বসে আছে। শরীয়তের জটিল মাসআলা-মাসাইল, দলিল পর্যালোচনা ও হাদীস বিশ্লেষণের মতো কঠিন বিষয়গুলো যুবকদের সাধারণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইলমের শূন্যতা, মৌলিক শিক্ষার অভাব, হঠকারিতা, গোঁড়ামী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মনোভাবের যেন জয়-জয়কার। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যে বিমূঢ়। চিন্তাশীল মুসলমান ও উলামায়ে কেরাম বিস্মিত। এটি আসলে দ্বীনের খেদমতের কোন পদ্ধতি? ইসলামের ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামের শুরু থেকেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে পূর্বের সাথে বর্তমানের পার্থক্য হলো, পূর্বে ইলমী নিয়ম অনুসারে লেখনী, আলোচনা বা বক্তব্যের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা বজায় রাখা হয়েছে। বর্তমানে তাদের প্রত্যেক আলেম, জাহেল, ও নিরেট মূর্খ লোকেরাও সালাফে-সালেহীনের সমালোচনা, কুৎসা রটনায় সিদ্ধহস্ত।

এরা নিজেকে ছাড়া অন্য সবাইকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট মনে করা নিজেদের জন্মগত অধিকার মনে করে থাকে।

তাদের এই হীন কর্মকান্ড তাদের সম্পর্কে কলম ধরতে বাধ্য করেছে। ইসলামের বহির্গত শত্রুর মোকাবেলা করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ এই ফেতনাবাজদের দিকেও দৃষ্টি দেয়া আমাদের কর্তব্য। সাধারণ মুসলমানদের সামনে তাদের বাস্তবতা তুলে ধরা প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের দায়িত্ব।

লেখকের অন্যান্য বইঃ

1. মাজহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েক একটি গবেষনামূলক পর্যালোচনা। (অনলাইন ও অফলাইন)

2. আলামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দৃষ্টিতে তাসাউফ। (অনলাইন)

3. নামাজ সংক্রান্ত চলিশটি মাসআলায় আরব আলেমদের মাঝে মতবিরোধ। (অনলাইন)

4. মাজহাব ও তাকলিদ বিষয়ে আরব আলেমদের ফতোয়া (প্রকাশিতব্য)

অনূদিত বইঃ

5. আসারুল হাসীদিশ শরীফ, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ। (প্রকাশিতব্য)

6. তাবলিগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব মাওলানা আমিন সফদর রহ.

7. ইসলাম ও মানবাধিকার। মুফতি তাকী উসমানী দা.বা। (অনলাইন)

8. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ (দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের আকিদা-বিশ্বাস)

9. মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব, মাওলানা আমিন সফদর রহ.